11981 - ইস্তখোরার নামায

প্রশ্ন

আমি ইস্তখোরার নামায সম্পর্কে আরো জানতে চাই। নামাযে কী পড়ব? কী দোয়া করব? এই নামাযে রাকাত সংখ্যা কত? হাম্বলী, শাফয়ী এবং হানাফী মাযহাবেও কি একই পদ্ধতিতে নামাযটা পড়া হয়?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

ইস্তখোরার নামায পড়া সুন্নত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চাইছে কিন্তু দ্বিধায় ভুগছে তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিধান প্রদান করেছেন। ইস্তখোরার বিধান প্রদানের গূঢ় রহস্য হলো এর মাধ্যমে আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করা। চার মাযহাব একমত যে ইস্তখোরা এমন সকল বিষয়ে করা যায় যেগুলোর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক তা বান্দা জানে না। আর দোয়া করতে হয় নামাযের পরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বিস্তারিত উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তি কোনো কাজ করতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে তার জন্য ইস্তখোরার নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরোপিত সুন্নাহ। ইস্তখোরার নামায নিয়ে আটটি পয়েন্টে আলোচনা করা হবে:

১. এর পরিচিতি ২. এর বিধান ৩. এই নামাযের বিধান দেয়ার গূঢ় রহস্য ৪. এর কারণ ৫. ইস্তখোরা কখন শুরু হয়? ৬. ইস্তখোরার আগে পরামর্শ ৭. ইস্তখোরায় কী পড়তে হয়? ৮. দোয়া কখন করতে হয়?

ইস্তখোরার পরিচিতি

استخارة

শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বিষয়ে মতামত চাওয়া। বলা হয়:

اسْتَخِرِ الله يَخِرْ لك

অর্থাৎ তুমি আল্লাহর কাছে ইস্তখিারা (বাছাইকরণ প্রার্থনা) কর তনিি তোমার জন্য বাছাই করে দবিনে। পরভিাষায়: বাছাইকরণ প্রার্থনা করা। অর্থাৎ ইস্তখিারার নামায অথবা এ প্রসঙ্গে বর্ণতি দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যা পছন্দনীয় ও উত্তম সটেরি দকিে মন ধাবতি করা প্রার্থনা করা।

ইস্তখোরার হুকুম

আলমেরা একমত যে ইস্তখোরা করা সুন্নত। ইস্তখোরা শরয়ি বধিান হওয়ার দলীল হলো সহহি বুখারীতে বর্ণতি হাদীস, জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যভোবে আমাদরেকে কুরআনরে সূরা শখোতনে সভোবে সকল বষিয়ে ইস্তখোরা করা শখোতনে। তনিি বলতনে: যখন তোমাদরে কউে কোন কাজরে ইচ্ছা করে তখন সে যনে ফরয নয় এমন দুই রাকাত নামায আদায় করে নয়ে, অতঃপর বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানরে মাধ্যমে আপনার কাছে বাছাইকরণ প্রার্থনা করছি। আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে আপনার নকিট সক্ষমতা প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহরে প্রার্থনা করছি। কনেনা আপনইি ক্ষমতা রাখনে; আমি রাখি না। আপনইি জাননে; আমি জানি না এবং আপনি গায়বেী বষিয়াবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নজিরে প্রয়োজনরে নামোল্লখে করবে) আমার দ্বীনদাররি, জীবকিার ও সদ্ধিান্তরে পরণিামে ভালো হলে কংিবা বলবে আমার বর্তমান ও ভবষ্যিত জীবনরে জন্য ভালো হলে আপনি তা আমার জন্য নর্িধারণ করে দনি। সটো আমার জন্য সহজ করে দনি, এরপর তাতে বরকত দনি। হে আল্লাহ! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ বষিয়টি আমার দ্বীনদাররি, জীবকিার ও সদ্ধিান্তরে পরণিামে মন্দ হয় কংিবা বলবে আমার বর্তমান ও ভবষ্যিতরে জন্য মন্দ হয, তবে আপনি আমাকে তা থকেে ফরিযি়ে দনি এবং সটোকওে আমার থকেে ফরিযি়ে রাখুন। আমার জন্য যখোনে কল্যাণ আছে সটেি নর্িধারণ করুন, এরপর সটোর প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দনি।”[হাদীসটি বুখারী (১১৬৬) তার গ্রন্থরে বভিন্নি স্থানে বর্ণনা করনে। কছিু স্থানে أرضني به এর পরবির্তে رضّني به রয়ছে]

ইস্তখোরার নামাযরে বধিান আরোপরে গূঢ় রহস্য

ইস্তখোরার নামাযরে বধিান আরোপরে গূঢ় রহস্য হলো নজিরে সামর্থ্য ও শক্তি থকেে বরে হয়ে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নজিকেে সমর্পণ করা এবং তাঁর কাছে ধর্ণা দয়ো; যাতে দুনয়িা ও আখরিাত উভয় কল্যাণ নশ্চিতি করা যায়। এর জন্য মহান

রবরে দরজায় কড়া নাড়ার প্রয়োজন হয়। আর এই কাজে নামায ও দোয়ার চয়েে উপকারী কছিু নইে। কারণ নামায ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে সম্মান করা হয়, তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয় এবং কথায়-কাজে তার মুখাপক্ষেতিা প্রকাশ করা হয়। ইস্তখোরা করার পর তার মন যদেকিে ধাবতি হয় সটোই সে বাস্তবায়ন করবে।

ইস্তখোরার কারণ

ইস্তখোরার কারণ (যে সমস্ত ক্ষত্রেে ইস্তখোরা করতে হয়) হলো: ফকিহী চার মাযহাব একমত যে ইস্তখোরা এমন সকল বষিয়ে করতে হয় যগেুলোতে সঠকি সদ্ধিান্ত কী তা বান্দা জানে না। অন্যদকিে যে বষিয়গুলো ভালো নাকি মন্দ তা জানা বষিয়, যমেন: ইবাদত, ভালো কাজ, পাপ কাজ সগেুলোতে ইস্তখোরা করা নষি্প্রয়োজন। তবে যদি নর্িদষ্টি সময় নর্িধারণ করতে চায়; যমেন: শত্রু বা ফতিনার আশঙ্কা করার কারণে এই বছরে হজ্জ করবে কনিা? কংিবা অমুক ব্যক্তকিে সঙ্গী হসিবেে নবিে কনিা? সুতরাং ওয়াজবি, হারাম ও মাকরূহ এই তনিটরি কোনোটেরি ক্ষত্রেে ইস্তখোরা করা যাবে না। ইস্তখিারা করতে হবে কবেল মুস্তাহাব ও মুবাহ (বধৈ) ক্ষত্রেে। মুস্তাহাব বষিয়রে মূল বধিানরে ক্ষত্রেে ইস্তখোরা করা যাবে না; কনেনা মুস্তাহাব তো কাম্য। কবেল তখনই ইস্তখোরা করা যাবে যখন সাংঘর্ষকি হবে। অর্থাৎ যদি ব্যক্তরি কাছে দু'টো মুস্তাহাব বষিয়রে মাঝে পারস্পরকি সংঘর্ষ দখো দয়ে যে সে কোনটি দয়িে শুরু করবে কংিবা কোনটরি মধ্যে নজিকেে সীমতি রাখবে? অন্যদকিে মুবাহ (বধৈ) বষিয়রে মূল কাজরে ক্ষত্রেে ইস্তখোরা করা যাবে।

ইস্তখোরা কখন করবে?

ইস্তখোরাকারীকে অবশ্যই মন খালি রাখতে হবে। তার মনে নর্িদষ্টি কোনো বষিয়রে প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী "কোনো কাজরে ইচ্ছা করে" ইঙ্গতি দয়ে যে, যখন কোনো বষিয় তার অন্তরে প্রথম উপস্থতি হয় তখনই সে ইস্তখোরা করবে। নামায ও দোয়ার বরকতে তার সামনে কোনটি কল্যাণকর তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কন্তিু যদি বষিয়টি তার কাছে সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তাঁর প্রত্যয় তরৈি হয়ে যায় তখন তার মনে এর প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ তরৈি হয়। এমন অবস্থায় সে যা করার প্রত্যয় করছে সটোর প্রতি প্রতি তীব্র টান থাকার কারণে সঠকি বষিয়টি তার অস্পষ্ট থকেে থকেে যতেে পারে। আবার হাদীসে কথা: 'কোনো কাজরে ইচ্ছা কর' দ্বারা প্রত্যয়ও উদ্দশ্যে হতে পারে। কনেনা ভাবনা স্থায়ী হয় না। সুতরাং ব্যক্তি এমন কছিুর ব্যাপারইে এগয়িে যায় কোন ঝোঁকপ্রবণতা ছাড়া যা করার প্রতি সে আগ্রহী। নতুবা যদি প্রতটিি ভাবনায় সে ইস্তখোরা করে তাহলে এমন বষিয়ওে সে ইস্তখোরা করবে যটেি তার অপ্রয়োজনীয়। ফলে তার সময়গুলো নষ্ট হবে।

ইস্তখোরা করার আগে পরামর্শ নয়ো

ইমাম নববী বলনে: 'ইস্তখোরা করার আগে এমন ব্যক্তরি পরামর্শ গ্রহণ করা মুস্তাহাব যার কল্যাণকামতিা, সহমর্মতিা ও অভজ্ঞিতা প্রসদ্ধি এবং যার দ্বীনদারি ও জ্ঞানরে ব্যাপারে নর্িভর করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলনে: "কাজে-কর্মে তাদরে সাথে পরামর্শ করুন।" যদি পরামর্শ করার মাধ্যমে বষিয়টি কল্যাণকর ফুটে ওঠে তাহলে এ বষিয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তখোরা করবে।' ইবনে হাজার হাইসামী বলনে: "এমনকি সংঘর্ষরে ক্ষত্রেে (তথা পরামর্শকে অগ্রাধকিার দয়ো হবে)। কনেনা পরামর্শদাতার অভমিতরে প্রতি মনরে স্থরিতা ইস্তখিারার চয়েে অধকি শক্তশিালী; নফসরে চাহদিার প্রাবল্য ও নষ্ট চন্তিার আধক্যিরে কারণে। পক্ষান্তরে, তার মন যদি প্রশান্ত ও সদচ্ছিার অধকিারী হয় এবং অসৎ চাহদিা থকেে মুক্ত হয় তাহলে ইস্তখোরাকে প্রাধান্য দবি।"

ইস্তখোরার নামাযরে ক্বরোত

ইস্তখোরার নামাযে কী পড়তে হবে সে প্রসঙ্গে তনিটি মত রয়ছে:

ক- হানাফী, মালকেী ও শাফয়েীরা বলনে: প্রথম রাকাতে সূরা ফাতহিার পরে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফরিুন' এবং দ্বতিীয় রাকাতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়া মুস্তাহাব। ইমাম নববীর এর কারণ হসিবেে বলনে: এমন নামাযে এ সূরাদ্বয় পড়া যথাযথ যহেতেু এ নামাযরে পছেনে উদ্দশ্যে হলো আগ্রহরে নষ্ঠিা, অকপট আত্মসমর্পণ ও স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা। আলমেগণ এই দুই সূরার সাথে কুরআন কারীমরে যে আয়াতগুলোতে বাছাইকরণরে উল্লখে এসছেে সে আয়াতগুলো পড়াও জায়যে বলছেনে।

খ- সালাফরে মাঝে কউে কউে ইস্তখোরার নামাযরে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতহিার পর নম্নিোক্ত আয়াতগুলো পড়াকে ভালো বলছেনে:

وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ 68 وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ 69 وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ 70

"তোমার প্রভু যা ইচ্ছা ও পছন্দ করনে তাই সৃষ্টি করনে। তাদরে কোনো পছন্দ নাই। আল্লাহ কত মহান! তারা (তাঁর সাথে) যা শরীক করে তনিি তার উর্ধ্বে। আর তাদরে অন্তর যা লুকয়িে রাখে এবং তারা যা প্রকাশ করে তোমার প্রভু তা (সব) জানেন। তনিইি আল্লাহ। কোন উপাস্য সত্য নয়; তনিি ছাড়া। প্রথমে ও শষেে সকল প্রশংসা তাঁরই। হুকুমও তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদরেকে ফরিে যতেে হবে।"[সূরা কাসাস: ৬৮-৭০]

আর দ্বতিীয় রাকাতে নম্নিোক্ত আয়াত:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো সদ্ধিান্ত নলিে কোনো ঈমানদার পুরুষ কংিবা নারীর পক্ষে ভন্নি কছিু করার এখতয়িার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে অবাধ্য হয় সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়।”[সূরা আহযাব: ৩৬]

গ- অন্যদকিে হাম্বলীদরে এবং কছিু ফকীহরে মত,ে ইস্তখোরার নামাযে কোনো নর্দিষ্টি ক্বরোত নইে।

ইস্তখোরার দোয়া করার স্থান

হানাফী, মালকেী, শাফয়েী ও হাম্বলীরা বলনে: দোয়া করতে হবে নামাযরে পরপর। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি হাদীসরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[দখেুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযাহ (খণ্ড: ৩, পৃ. ২৪১)]

শাইখুল ইসলাম ‘আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা’ গ্রন্থে (২/২৬৫) বলনে: ইস্তখোরার দোয়ার মাসআলা: এ দোয়া দয়িে কি নামাযরে ভতেরে দোয়া করব;ে নাকি সালাম ফরোনোর পর?ে উত্তর হলো: ইস্তখোরার নামাযে এবং অন্য যে কোন নামাযে দোয়া করা জায়যে; সটেি সালাম ফরোনোর আগে হোক বা পরে হোক। তব,ে সালাম ফরোনোর আগে দোয়া করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অধকিাংশ দোয়া ছলি সালাম ফরোনোর আগে। সালাম ফরোনোর আগে মুসল্লী নামায ত্যাগ করনে;ি সুতরাং এমন অবস্থায় (দোয়া করা) উত্তম।

আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ।